প্রতিবেদন : "বর্ষবরণ"

দেবাশীষ রায়, যুগ্ম সম্পাদক, কর্মিমণ্ডলী : শান্তিনিকেতন

১লা বৈশাখ, ১৪৩২ (ইং ১৫ই এপ্রিল ২০২৫) নতুন বছরের সূচনা দিনের ভোরে কর্মিমণ্ডলী উদ্যোগে "ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়" গানটি গেয়ে বিশ্বভারতী পরিবারের সদস্যরা বিশ্বভারতীর উপাচার্যের নেতৃত্বে বৈতালিক করে আশ্রম প্রদক্ষিণ করেন। এরপর প্রতি বছরর মতো এবছরও কর্মিমণ্ডলী আয়োজন করেছিল বর্ষবরণ উপাসনার। নববর্ষের প্রথম দিনের উপাসনায় আচার্যের আসনে আসীন ছিলেন বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ

মহাশয় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন বিশ্বভারতীর সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী তৃষিতা চক্রবর্তী। 'হে চিরনূতন', 'নূতন প্রাণ দাও', 'ওরে নূতন যুগের ভোরে', 'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া', 'নিত্য নব সত্য তব', 'এই যে তোমার প্রেম ওগো' রবীন্দ্র সংগীত গুলি এই উপাসনায় গাওয়া হয়।আচার্য তাঁর বক্তব্যে বাঙালি জীবনে বৈশাখের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের বর্ষবরণের ভাবনাটিকেও - "অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চির পুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব— সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে তখনও ঝরিয়া পড়িবে না— তখন সেই অম্লান গৌরব মাল্যখানিআশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে-ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার,যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে"।গরম ও জলের

সমস্যার জন্য বিশ্বভারতীতে নববর্ষের কিছুদিন পরেই ছুটি হয়ে যেত। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি চলে যেত। তাই আশ্রমবাসীরা গুরুদেবের জন্ম দিবস বর্ষবরণের দিন পালন করতেন। সে প্রথা আজও আছে। বর্ষবরণের উপাসনা শেষে "এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়" গানটি গাইতে গাইতে উপাসনা গৃহ থেকে রবীন্দ্রভবনে পদযাত্রা করে আসা হয়। রবীন্দ্রভবনেগুরুদেবের আসনে পুষ্প অর্পণ করেন উপাচার্য মহাশয় ও বিশ্বভারতী পরিবারের সদস্যরা। এরপর উপাচার্যের সভাপতিত্বে মাধবীবিতানে অনুষ্ঠিত হয় বর্ষবরণের

অনুষ্ঠান। এবারেও এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে শিশুদের গানে। শিক্ষাসত্র,পাঠভবন ও শ্রীনিকেতন মিউজিক ইউনিট এর শিক্ষার্থীরা সঙ্গীতভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

এই অনুষ্ঠানেউপাচার্য মহাশয় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে

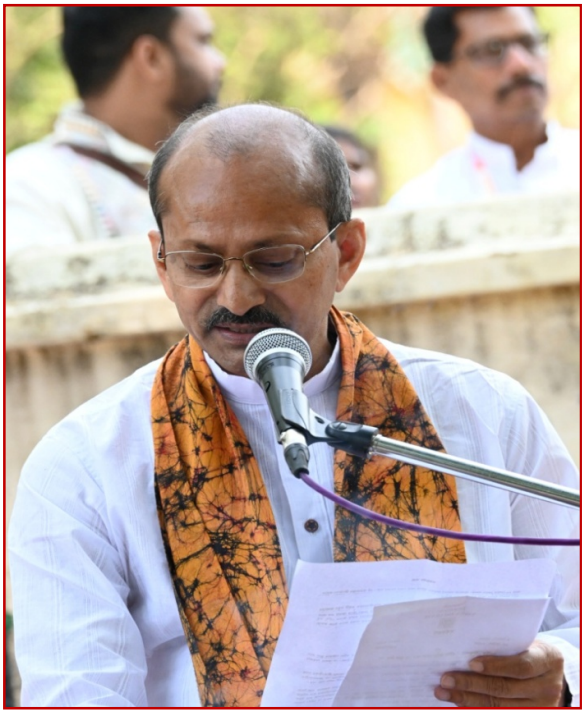

রবীন্দ্রনাথের কোন এক বর্ষবরণে দেওয়া ভাষণ থেকে বলেন –"হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি—তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিনবলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব

আনন্দসংগীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে।তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব, তাহলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" উপাচার্য আরও বলেন "এই যে কালো মাটির বাসাশ্যামল সুখে ভরা আমাদের শান্তিনিকেতন তার সামগ্রিক উন্নিসাধনই হয়ে উঠুকআগামী দিনে আমাদের যাত্রাপথের আনন্দগান।"

সন্ধ্যাবেলা গৌরপ্রাঙ্গণে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা শ্যামা নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করে।